দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 25/10/82
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম ... 1 ...

256

074

প্রাথমিক শিক্ষকপদে মহিলা

প্রাথমিক শিক্ষক পদে এবার থেকে মহিলা প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত নতুন নীতিতে শতকরা অন্তত পঞ্চাশ জন মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এখন শিক্ষকের পদে মহিলাদের সংখ্যা মাত্র ১০ শতাংশ। ইতিপূর্বে অবশ্য যোগ্য প্রার্থীর অভাবে পঞ্চাশ শতাংশ কোটা পূরণ করা যায়নি।

আমাদের দেশে মহিলাদের কাজের সুযোগ খুবই কম। কিন্তু সামাজিক কর্মকাণ্ডে মহিলারা এগিয়ে আসুন এটা আমরা চাই। পারিবারিক প্রয়োজনে, অর্থনৈতিক চাপেও এ যুগে মহিলারা কাজ করার প্রয়োজন বোধ করছেন। অথচ ইচ্ছে করলেই যে কোন পেশায় তারা নিয়োজিত হতে পারেন না। আমাদের সমাজের পটভূমি এখনো সেভাবে গড়ে ওঠেনি। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে বেকারত্ব দেশে প্রবলভাবেই আছে; যে কোন কাজেই পুরুষ-নারী প্রত্যেককেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে আসতে হয়। মহিলারা অন্য পেশায় কাজ করার সুযোগ কম পান বলে তাদের জন্যে শিক্ষকের পদ সংরক্ষিত রাখার সিদ্ধান্তকে যথার্থ হয়েছে।

তবে সামাজিক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করতে হলে কোন একটি বিশেষ পেশায় তাদের কর্মজীবনকে সীমিত রাখা যাবে না, এও ঠিক। বিভিন্ন পেশায় যাতে মহিলারা কাজ করতে পারেন সে জন্যে সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন কাজে প্রবণতা থাকে। সবাই এক রকম পেশায় ভাল করে কাজ করতে পারেন না। মহিলারা তো ব্যতিক্রম নন। সবাই ভাল শিক্ষিকা হবেন এমন কথা নেই। বরং কোন মহিলার জায়গায় কোন পুরুষ যদি দক্ষতার সঙ্গে কাজটা করতে পারেন তাহলে তার নিয়োগে বাধা থাকা উচিত নয়।

মোটকথা কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা হলে এবং বিভিন্ন পেশায় মহিলাদের কাজের সুযোগ এবং পরিবেশ সৃষ্টি হলে সমস্যার প্রকৃত সমাধান হবে বলে আমাদের ধারণা। কাজটা হয়ত সময়সাপেক্ষ। তবু এই লক্ষ্যেই আমাদের পরিকল্পনা পরিচালিত হওয়া উচিত।